بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ জুন, ২০২৫ মোতাবেক ০৬ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা রয়েছে এবং এটিকে কাজে লাগানো হয়, সেখানে কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। আর এটিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল বিরোধীরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিন্দনীয় কথাবার্তাও বলে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে তারা এমন মিথ্যা ও নোংরা কথা বলে যে, সেগুলো শুনে একজন আহমদীর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। কিছু আহমদীও এর প্রত্যুত্তরে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্ত করে থাকে। তাদের সদিচ্ছা থাকলেও কখনো কখনো এমন শব্দ বেরিয়ে যায় যার ভুল অর্থ করা যেতে পারে। এটি আমাদের রীতি নয়, এ থেকে একজন আহমদীর বিরত থাকা উচিত। আমাদের কাজ এটি নয় যে, ভুল ভাষা ব্যবহার করব বা এমনভাবে আপত্তির জবাব দেবো যাতে নিজের অজান্তে আমাদের মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে যাবে যা কোনোভাবে কারো সম্মানহানির কারণ হতে পারে। আর এটিকে লুফে নিয়ে বিরোধীরা বলবে যে, আমরা নাঊযুবিল্লাহ মহানবী (সা.)-এর অবমাননা বা সাহাবীগণের (রা.) অবমাননাকারী, অথচ আমাদের হৃদয়ে তাঁর (সা.) ও সাহাবীগণের যে মর্যাদা রয়েছে, তার কোটি ভাগের একভাগও এই লোকদের মনমস্তিষ্কে নেই। আমাদের সবকিছু মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত। তিনিই সেই খাতামুল আম্বিয়া যিনি আল্লাহ তা'লার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী। তাঁর সঙ্গী ও সাহাবীদের সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে এমন সব (প্রশংসাসূচক) কথা বলেছেন, এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা তাদের ধারণারও ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ আমাদের বিরোধীরা যেসব কথা বলে।

সুতরাং আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যে মর্যাদা বিদ্যমান ও বিরাজমান কেউ এর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। শুধু মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা নয় বরং তাঁর সাহাবীগণের-ও বড় মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান। অতএব এই বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এমন কথা বলা থেকে প্রত্যেক আহমদীর বিরত থাকা উচিত যা থেকে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে বা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার যেকোনো প্রকারের আশঙ্কা থাকে। কিছু আহমদী মনে করে, এই জবাব দিয়ে তারা বড় ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করেছেন। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তাদের উত্তরও এটিই হয়ে থাকে, অথচ এই নামসর্বস্ব ধর্মীয় আত্মাভিমান আসলে অজ্ঞতা। যদি আহমদী হয়ে কেউ এমন কথা বলে যার কোনো প্রকার ভুল অর্থ করা যেতে পারে তাহলে সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও জামা'তের দুর্নামকারী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং সর্বদা সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। এক স্থানে তিনি বলেন, তারা আমাকে গালি দেয়, কিন্তু আমি তাদের গালির পরোয়া করি না এবং এর জন্য দুঃখও করি না, কারণ তারা অক্ষম হয়ে গেছে আর গালি দেওয়া ছাড়া তারা তাদের অক্ষমতা ও হীনমন্যতা আর কোনোভাবে ঢাকতে পারে না। তারা এই নীচতা ও হীন অস্ত্র ব্যবহার করছে কারণ তাদের কাছে কোনো দলিল নেই, কোনো জবাব নেই; তারা শুধু গালি

দিতে চায়। তিনি বলেন, তারা কুফরী ফতোয়া দিক, মিথ্যা মামলা করুক এবং নানা রকম অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করুক। তারা তাদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে আমার মোকাবিলা করুক এবং দেখুক যে, চূড়ান্ত ফয়সালা কার পক্ষে হয়। অর্থাৎ, তোমাদের যত চেষ্টা করার আছে করো, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমার সাথে আছেন, শেষ ফয়সালায় তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি কার সাথে আছেন। তিনি বলেন, আমি যদি তাদের গালি নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে আসল কাজ যা খোদা তা'লা আমার ওপর অর্পণ করেছেন সেটি অধরা রয়ে যায়। তাই যেখানে আমি তাদের গালির পরোয়া করি না, সেখানে আমি আমার জামা'তকেও এই উপদেশ দিই যে, তাদের উচিত বিরোধীদের গালি শুনে সহ্য করা এবং কখনোই গালির উত্তরে গালি না দেয়া। কারণ এভাবে বরকত হারিয়ে যায়। তারা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা প্রদর্শন করে এবং উন্নত আচারআচরণ দেখায়। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, আবেগ ও বিবেকের মাঝে বিপজ্জনক শত্রুতা রয়েছে। যখন আবেগ ও রাগ আসে তখন বিবেক লোপ পায়। কিন্তু যে ধৈর্য ধরে এবং সহনশীলতার নমুনা দেখায়, তাকে একটি আলো দান করা হয়, যার ফলে তার বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তিতে একটি নতুন আলো সৃষ্টি হয় এবং তারপর সেই আলো আলোর জন্ম দেয়। রাগ ও আবেগের সময় যেহেতু মন-মস্তিষ্ক অন্ধকার হয়ে যায়, তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং এটি সেই পাঠ যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। আর এই যে কিছু লোক আলেম সাজে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জবাব দেওয়া শুরু করে দেয়, নামধারী অ-আহমদী মোল্লাদের কৃত আপত্তির জবাব দিতে শুরু করে, তাদের এটি থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি উত্তর খুঁজতে হয়, তাহলে জামাতের বইপুস্তকের গভীর জ্ঞান রাখে এমন আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত এবং এর জবাব এমনভাবে দেওয়া উচিত যা প্রকৃত অর্থেই বস্তুনিষ্ঠ এবং তাদের যুক্তি ও আপবাদকে খণ্ডনকারী হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা, যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক ইসলামী শিক্ষা, সে অনুসারে চলুন, নতুবা আপনারা জামা'তে থেকেও জামা'তের জন্য দুর্নাম বয়ে আনবেন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দুষ্টদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং সেই লোকদেরও বুদ্ধি দিন যারা মিথ্যা ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী এবং কখনো কখনো অকারণে কিছু শব্দ ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর কারণ হয়ে যায়। যদি আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব উত্তরের পরিবর্তে আল্লাহ তা'লার সামনে নত হই, নামাজগুলো সুন্দরভাবে আদায় করি, সেজদায় এমন ব্যথাবেদনা সৃষ্টি করি যাতে আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমান দ্রুত জেগে ওঠে, তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই এর চেয়ে অনেক উত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারি যা এই লোকেরা তাদের জবাব দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করতে চায়। তাই প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত। কখনো এমন কোনো কথা বলবেন না যা শত্রুকে অকারণে এ অভিযোগ করার সুযোগ দেবে যে, এক আহমদী এটা বলে দিয়েছে এবং ওটা বলে দিয়েছে। আমাদের চরিত্র অত্যন্ত উচ্চ ও উন্নত হওয়া উচিত। যার চরিত্র উন্নত নয়, সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব পালন করে নি। সুতরাং আমাদের আত্ম বিশ্লেষণ করা উচিত, প্রত্যেকে নিজেকে খতিয়ে দেখুন, চিন্তা করুন এবং ভুল ধরনের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন এবং বিরোধীদের অনিষ্টে তাদেরকেই ক্লিষ্ট করুন এবং তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। (আমীন)

**(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)**